তফসিল-২(ঘ)
ট্রাফিক সাইন বা চিহ্ন
[বিধি ৮(৮) দ্রষ্টব্য]

ট্রাফিক চিহ্ন মূলত ৩ (তিন) ধরনের। উক্ত চিহ্নের মধ্যে কিছু চিহ্ন আদেশমূলক, কিছু চিহ্ন সতর্কতামূলক এবং কিছু চিহ্ন তথ্যমূলক তবে প্রত্যেক ধরনের চিহ্নের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি রহিয়াছে।

<table>
<tr><td>
বৃত্তাকার চিহ্ন আদেশমূলক</td><td>
ত্রিভূজাকৃতি চিহ্ন সতর্কতামূলক</td><td>
আয়তাকার চিহ্ন তথ্যমূলক</td></tr>
<tr><td colspan="3">চিহ্নগুলির রং সম্পর্কিত অধিকতর নির্দেশনা।</td></tr>
<tr><td>
নীল গোলাকৃতি চিহ্ন হাঁ বাচক বাধ্যতামূলক</td><td>
লাল গোলাকৃতি চিহ্ন না বাচক বাধ্যতামূলক</td><td></td></tr>
<tr><td>
নীল আয়তাকার চিহ্ন তথ্যমূলক নির্দেশনা প্রদান করে</td><td>
সবুজ আয়তাকার চিহ্ন জাতীয় মহাসড়কে দিক নির্দেশ করে</td><td>
কালো বর্ডারযুক্ত সাদা আয়তাকার চিহ্ন জাতীয় মহাসড়ক ব্যতীত অন্যান্য সড়কে দিক নির্দেশ করে</td></tr>
<tr><td>চিহ্নের আকৃতি ও রং এর বিধানের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম রহিয়াছে। যেমন- থামুন চিহ্ন, রাস্তা দিন ইত্যাদিসহ নির্দিষ্ট তথ্যমূলক চিহ্ন</td><td colspan="2">
 </td></tr>
</table>

ট্রাফিক চিহ্নের সাধারণ নকশা

প্রত্যেক সাইন এর বিস্তারিত নকশা ট্রাফিক চিহ্ন ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকিবে

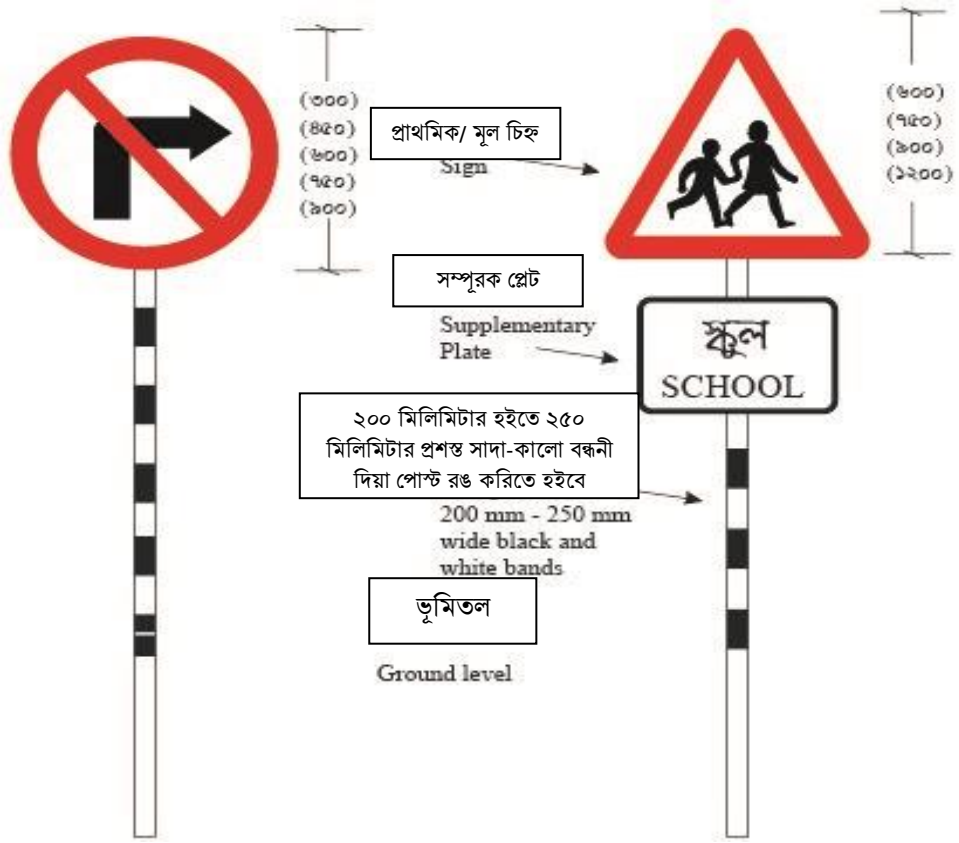

নোট (১): সাইন ও পোস্ট এর সাধারণ গঠন নমুনা হিসাবে দেওয়া হইল। দৃশ্যমান সাইনগুলি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

নোট (২): সকল পরিমাপ মিলিমিটারে হইবে। এই তফসিলে বর্ণিত পরিমাপের চেয়ে বাস্তব পরিমাপ সর্বোচ্চ ১০% কমবেশি হইতে পারিবে।

নোট (৩): মূল সাইনকে ব্যাখ্যা বা কোয়ালিফাই করা বা ইহার প্রয়োগ সীমিত করিবার আবশ্যকতা দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে ইহার সহিত সম্পূরক প্লেট সংযোজন করা যাইতে পারে (যেমন-নির্দিষ্ট ধরনের মোটরযান বা দিনের নির্দিষ্ট সময়)। অন্য ভাষাভাষী সড়ক ব্যবহারকারীদের সহজে বোঝার জন্য প্রয়োজনে বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা যাইবে। সম্পূরক প্লেটের ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা যাইবে।

বাধ্যতামূলক চিহ্ন

এ-১: থামুন এবং রাস্তা দিন	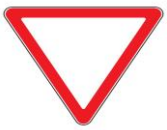 এ-২: রাস্তা দিন (প্রধান সড়ক অথবা গোলচক্কর)	এ-৩: যানবাহন প্রবেশ নিষেধ	এ-৪: মোটরযান প্রবেশ নিষেধ
এ-৫: ট্রাক প্রবেশ নিষেধ	এ-৬: ঠেলাগাড়ি প্রবেশ নিষেধ	এ-৭: পশুবাহী যান প্রবেশ নিষেধ	এ-৮: পথচারী চলাচল/প্রবেশ নিষেধ
এ-৯: রিকশা প্রবেশ নিষেধ	এ-১০: বাইসাইকেল প্রবেশ নিষেধ	এ-১১: ট্রাক্টর ও ধীরগতির মোটরযান প্রবেশ নিষেধ	এ-১২: বিস্ফোরক বহনকারী যানবাহন প্রবেশ নিষেধ
এ-১৩: প্রদর্শিত দৈর্ঘ্যের বেশি দৈর্ঘবিশিষ্ট যানবাহন প্রবেশ নিষেধ	এ-১৪: প্রদর্শিত উচ্চতার বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট যানবাহন প্রবেশ নিষেধ	এ-১৫: প্রদর্শিত প্রস্থের বেশি প্রস্থবিশিষ্ট যানবাহন প্রবেশ নিষেধ	এ-১৬: প্রদর্শিত গ্রস ওজনের বেশি ওজনের যানবাহন প্রবেশ নিষেধ
এ-১৭: এক্সেল ওজনসীমা	এ-১৮: পার্কিং নিষেধ	এ-১৯: থামানো নিষেধ	এ-২০: ওভারটেকিং নিষেধ

বাধ্যতামূলক চিহ্ন

এ-২১: না থামিয়া অতিক্রম করা নিষেধ	এ-২২: ডানে মোড় নিষেধ	এ-২৩: বামে মোড় নিষেধ	এ-২৪: ইউটার্ন নিষেধ
এ-২৫: হর্ন বাজানো নিষেধ।	এ-২৬: বিশেষ গতিসীমা	এ-২৭: জাতীয় গতিসীমা	এ-২৮: থামুন (অস্থায়ী)
এ-২৯: অগ্রসর হউন (অস্থায়ী)	এ-৩০: নিষেধাজ্ঞা সমাপ্ত	এ-৩১: শুধুমাত্র অগ্রসর হউন	এ-৩২: বামদিকে অগ্রসর হউন (তীর বিপরীত হইলে ডান)
এ-৩৩: বামে ঘেঁসে চলুন (তীর বিপরীত হইলে ডান)	এ-৩৪: অগ্রসর হইয়া বামে চলুন (তীর বিপরীত হইলে ডান)	এ-৩৫: ছোট্ট গোলচক্কর (ডান দিক হইতে যানবাহন চালাইয়া যান)	এ-৩৬: যে কোনো একাদিকে যাইতে পারেন
এ-৩৭: একদিকে ট্রাফিক	এ-৩৮: একদিকে রাস্তা	এ-৩৯: রিকশার জন্য রাস্তা	এ-৪০: সাইকেলের জন্য রাস্তা।

বাধ্যতামূলক চিহ্ন

যানবাহন নিয়ন্ত্রণের সংকেত

<table>
<tr><td colspan="3">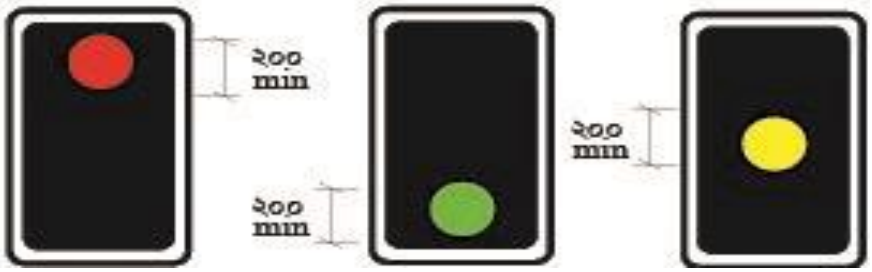

সংকেত ক্রম বা চক্র নিম্নরূপ:
লাল
সবুজ
হলুদ
অত:পর পুনরায় লাল</td></tr>
<tr><td>লাল অর্থ থামুন। এইক্ষেত্রে রাস্তার উপর অংকিত থামুন লাইনের পিছনে অপেক্ষা করিতে হইবে।</td><td>সবুজ অর্থ রাস্তা পরিষ্কার থাকিলে অগ্রসর হওয়া যাইবে।</td><td>হলুদ অর্থ থামুন লাইনের পিছনে যানবাহন থামাইতে হইবে।</td></tr>
<tr><td>ই-১
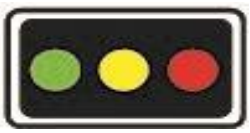</td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>সংকেত মাথার উর্ধ্বে খাঁড়া ও আনুভূমিক দুইভাবেই স্থাপন করা যাইতে পারে। খাঁড়া সিগন্যালে লালবাতি সবচেয়ে উপরে এবং আনুভূমিক সিগন্যালে লালবাতি সর্ব ডানে।</td><td>তীর চিহ্নের সবুজ সিগন্যাল বাতির অর্থ সাধারণ সবুজ বাতি সোজা, ডান, বাম অর্থাৎ তিনদিকেই যাওয়ার অনুমতি দেয়। কিন্তু তীর চিহ্ন বিশিষ্ট সবুজবাতি শুধু তীর চিহ্ন প্রদর্শিত দিকের জন্য প্রযোজ্য। ডানদিক প্রদর্শিত তীর চিহ্ন যানবাহনকে শুধু ডানদিকের চলার অনুমতি দেয় (এক্ষেত্রে সোজা চলাচল ও বামে মোড় নেওয়া নিষেধ)। অনুরূপভাবে বাম দিক প্রদর্শিত তীর চিহ্ন যানবাহনকে শুধু বামদিকের চলার অনুমতি দেয় (এক্ষেত্রে সোজা চলাচল ও ডানে মোড় নেওয়া নিষেধ) এবং সোজা দিক প্রদর্শিত তীর চিহ্ন যানবাহনকে শুধু সোজাসুজি চলার অনুমতি দেয় (এক্ষেত্রে ডানে ও বামে মোড় নেওয়া নিষেধ)।</td><td>সবগুলো তীর চিহ্নের বাতির অর্থ মোড় নেওয়া, বিশেষ করিয়া ডান দিকের চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ধরনের সিগন্যাল জাংশনে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে বাম দিকের চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য তীর চিহ্ন বাম দিকে এবং সোজাসুজি চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য তীর চিহ্ন ওপরের দিকে থাকে। অর্থাৎ এ ধরনের সিগন্যাল ব্যবহার করিয়া যে কোনো একদিকে চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়।</td></tr>
<tr><td> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>সবুজবাতির সহিত অতিরিক্ত সবুজ তীর চিহ্নের অর্থ এ ধরনের সিগন্যাল থাকিলে অন্য রঙের বাতি যে নির্দেশই প্রদান করুক না কেনো তীর চিহ্ন প্রদর্শিত দিকে যাওয়া যাইবে, এইরূপকি প্রধান সিগন্যাল বাতি লাল থাকিলেও।</td><td colspan="2">রেলক্রসিং সিগন্যাল- এ ধরনের সিগন্যাল বাতিকে সতর্ককারী ফ্লাশ সিগন্যাল বলে। রেল ক্রসিংয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য এ সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়। ট্রেন যখন ক্রসিং পার হয় তখন এই দুইটি লালবাতি পর্যায়ক্রমে জ্বলিতে ও নিভিতে (ফ্লাশিং) থাকে। ফ্লাশিং অবস্থায় থামুন লাইন এর পেছনে যানবাহনকে থামিইতে হইবে। ফ্লাশিং সিগন্যাল বন্ধ না হওয়া এবং রেলগেইট না খোলা পর্যন্ত যানবাহনকে থামুন লাইন এর পিছনে দাঁড় করাইয়া রাখিতে হইবে।</td></tr>
</table>

বাধ্যতামূলক চিহ্ন

সংকেত- পথচারী নিয়ন্ত্রণের জন্য	রোড মার্কিং- রাস্তার যে অংশে যানবাহন চলাচল করে

অপেক্ষা	সতর্কতার সহিত রাস্তা পারাপার	রাস্তা পারাপার হওয়া যাইবে না		যানবাহন অবশ্যই থামিবে এবং প্রধান সড়ককে অন্য ট্রাফিককে চলাচলের রাস্তা দিতে হইবে। চলাচলের সংকেত না দেওয়া পর্যন্ত যানবাহন থামিয়া থাকিবে।
				 প্রধান সড়কে অথবা গোল চক্করে চলাচলের জন্য রাস্তা ছাড়িয়া দিতে হইবে।
পথচারী পারাপার পথচারী পারাপারের জন্য যানবাহন চালক অবশ্যই রাস্তা দিবেন				পথচারী পারাপারের জন্য জিগ-জ্যাগ লাইন ওভারটেকিং, থামানো ও পার্কিং নিষিদ্ধ
ক্যারিজওয়ের সোজাসুজি (লেনের মাঝামাঝি) জরুরি প্রয়োজন ব্যতিরেকে এই ব্যারিয়ার লাইন অতিক্রম করা নিষেধ।			ক্যারিজওয়ের কিনারা বরাবর এখানে যানবাহন পার্কিং নিষেধ।	সংযোগস্থল 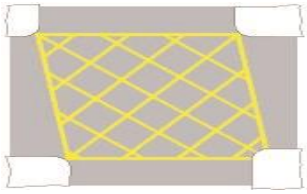 বহির্গমন নিশ্চিত না হইয়া হলুদ বক্সের মধ্যে প্রবেশ নিষেধ

সতর্কতামূলক চিহ্ন

বি-১: সামনে ছোট সড়ক (আড়াআড়ি)	বি-২: সামনে প্রধান সড়ক (আড়াআড়ি)	বি-৩: ডানদিকে পার্শ্ব রাস্তা	বি-৪: সামনে বামে-ডানে সংযোগ সড়ক
বি-৫: টি জাংশন	বি-৬: ওয়াই জাংশন	বি-৭: বামদিক থেকে রাস্তা এসে মিলিত হইয়াছে।	বি-৮: ডানদিকের রাস্তার সহিত মিলিত হইবে।
বি-৯: গোলচক্কর	বি-১০: ডানদিকে আচমকা মোড়	বি-১১: ডানদিকে খাড়া বাঁক	বি-১২: জোড়া বাঁক, প্রথমটি বামে
বি-১৩: বামদিকে আচমকা দিক পরিবর্তন	বি-১৪: উভয়পাশে রাস্তা সরু	বি-১৫: ডানদিকে রাস্তা সরু	বি-১৬: দুটি রাস্তা একত্রিত
বি-১৭: সামনে ট্রাফিক সংকেত	বি-১৮: ঢালু পাহাড়	বি-১৯: খাঁড়া পাহাড়	বি-২০: উচ্চতাসীমা ৪.৪ মিটার

সতর্কতামূলক চিহ্ন

বি-২১: সোজাসুজি দ্বিমুখী চলাচল	বি-২২: একমুখী রাস্তায় আড়াআড়ি দ্বিমুখী চলাচল	বি-২৩: পথচারী পারাপার	বি-২৪: ফুটপাত না থাকায় সড়কে পথচারী চলাচল
বি-২৫: সামনে স্কুল	বি-২৬: গবাদিপশু রাস্তায় চলাচল করিতে পারে	বি-২৭: বন্যপ্রাণী রাস্তায় চলাচল করিতে পারে	বি-২৮: নদী/গভীর খাদের কিনারা
বি-২৯: উঁচুনিচু সড়ক	বি-৩০: পিচ্ছিল সড়ক	বি-৩১: গতিরোধক	বি-৩২: বিমানবন্দর
বি-৩৩: পাহাড়ি রাস্তায় বাম পার্শ্ব হতে শিলা/পাথর পড়িতে পারে	বি-৩৪: বিপজ্জনক খাদ/গর্ত	বি-৩৫: সরু সেতু	বি-৩৬: সামনে বিভিন্ন রকম বিপদাশংকা আছে
বি-৩৭: চেক পোস্ট	বি-৩৮: রাস্তার কাজ চলমান	বি-৩৯: রাস্তার উপরে ঢিলা/ আলগা নুড়ি পাথর আছে	বি-৪০: রাস্তায় সাইকেল রিকশা চলাচল করে

সতর্কতামূলক চিহ্ন

বি-৪১: বিপজ্জনক শোল্ডার	বি-৪২: খেয়াঘাট/ফেরিঘাট	বি-৪৩: অন্ধ ব্যক্তি পারাপার	বি-৪৪: অরক্ষিত রেল ক্রসিং
বি-৪৫: রক্ষিত রেল ক্রসিং	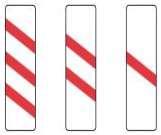 বি-৪৬: গণনা করিবার চিহ্ন	বি-৪৭: রেল ক্রসিং এর স্থান	বি-৪৮: টি জাংশন (শুধু বামে অথবা ডানে)
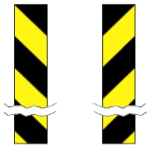 বি-৪৯: বিপজ্জনক বাধা (একদিকে)	বি-৫০: বিপজ্জনক বাধা (উভয়দিকে)	বি-৫১: অস্থায়ী বিকল্প রাস্তা	বি-৫২: অস্থায়ী বিকল্প রাস্তার নকশা
বি-৫৩: অস্থায়ী বিকল্প রাস্তার নির্দেশক	বি-৫৪: রাস্তা বন্ধ (সাময়িক)	বি-৫৫: আচমকা রাস্তার দিক পরিবর্তন (সাময়িক)	বি-৫৬: চিত্রিত পোস্ট

তথ্যমূলক চিহ্ন

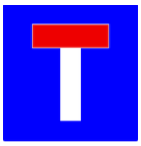 সি-১: রাস্তা শেষ	 সি-২: পথচারী পারাপার	 সি-৩: পার্কিং স্থান	 সি-৪: ফিলিং স্টেশন
 সি-৫: বিকল যানবাহন মেরামত	 সি-৬: টেলিফোন।	 সি-৭: রাত্রি যাপন	 সি-৮: প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র
 সি-৯: হাসপাতাল	 সি-১০: রিফ্রেসমেন্ট	 সি-১১: রেঁস্তোরা	 সি-১২: বনভোজন এলাকা
 সি-১৩: মসজিদ	 সি-১৪: মন্দির	 সি-১৫: গির্জা	 সি-১৬: অগ্নিনির্বাপন কেন্দ্র
 সি-১৭: শৌচাগার	 সি-১৮: পথচারী, সাইকেল ও রিকশা চলাচলের রুট	 সি-১৯: সাইকেল ও রিকশা লেন	 সি-২০: সামনে সাইকেল ও রিকশা লেন

তথ্যমূলক চিহ্ন

<table>
<tr>
<td>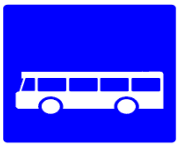
সি-২১: অমনিবাস থামার স্থান</td>
<td>

সি-২২: ট্যাক্সি পার্কিংয়ের স্থান</td>
<td>

সি-২৩: পুলিশ স্টেশন</td>
<td>

সি-২৪: টোল রাস্তা অথবা টোল সেতু</td>
</tr>
<tr>
<td>

সি-২৫: শহরে বা নগরে প্রবেশ</td>
<td>

সি-২৬: শহর বা নগর হইতে বহির্গমন</td>
<td>

সি-২৭: পথচারীর রুট</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">

সি-২৮: আগাম দিক নির্দেশক (জাতীয় মহাসড়ক)</td>
<td colspan="2">

সি-২৯: স্ট্যাক টাইপ আগাম দিক নির্দেশক (জাতীয় মহাসড়ক)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">

সি-৩০: স্ট্যাক টাইপ দিক নির্দেশক (সাধারণ সড়ক)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

তথ্যমূলক চিহ্ন

সি-৩১: আগাম দিক নির্দেশক যাহা দুইয়ের অধিক লেন বিশিষ্ট একদিকে চলাচল সড়কে আগাম দিক নির্দেশনা প্রদান করিতে মাথার উপরে প্রদর্শিত।

সি-৩২: জাতীয় মহাসড়ক

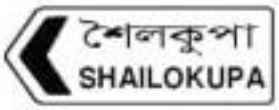

সি-৩৩: নির্দেশক চিহ্ন (ছোট রাস্তা)

সি-৩৪: বিকল্প রাস্তার চিহ্ন (অস্থায়ী বিকল্প রাস্তা)

সি-৩৫: রুট কনফার্মেশন চিহ্ন (জাতীয় মহাসড়ক)

সম্পূরক প্লেট

 ডি-১:	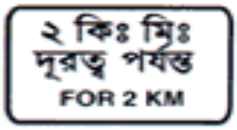 ডি-২:	 ডি-৩:	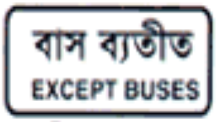 ডি-৪:
 ডি-৫:	 ডি-৬:	 ডি-৭:	 ডি-৮:
 ডি-৯:	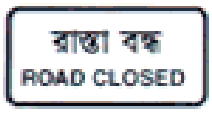 ডি-১০:	 ডি-১১:	 ডি-১২:
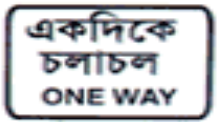 ডি-১৩:	 ডি-১৪:	 ডি-১৫:	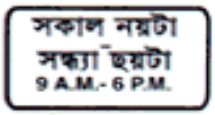 ডি-১৬:
 ডি-১৭:	 ডি-১৮:	 ডি-১৯:	 ডি-২০:
 ডি-২১:	 ডি-২২:	 ডি-২৩:	 ডি-২৪:
 ডি-২৫:	 ডি-২৬:	 ডি-২৭:	

রোড মার্কিং

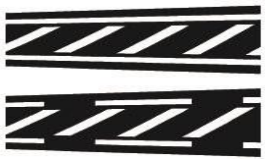

<table>
<tr>
<td>
এফ-৪: সিগন্যাল নিয়ন্ত্রিত পথচারী পারাপার।</td>
<td rowspan="2">ক্যারিজওয়ে

এফ-৫: লেন লাইন</td>
<td rowspan="2">বরাবর

এফ-৭: সতর্কতা লাইন।</td>
<td rowspan="2">ক্যারিজওয়ে

এফ-৯: ক্যারিজওয়ের প্রান্ত।</td>
<td rowspan="2">কিনারা বরাবর

এফ-১০: বর্ধিত তির্যক লাইন (সড়ক জংশনের মুখে)</td>
</tr>
<tr>
<td>
এফ-৮: ট্রাফিক আইল্যান্ড-জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
ডি-১২: ট্রাফিক লেন নির্দেশক</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>